সমস্যার মূল সন্ধানে

নন্দিনী হোসেন

জনাব আলমগীরের '**অশ্লীলতা ও ব্যক্তিগত আক্রমনের সংজ্ঞা**' শীর্ষক লিখাটি পড়লাম ।বিশেষ করে তিনি বাংলাদেশের ছেলেদের কার্য কলাপ নিয়ে যা কিছু লিখেছেন,এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে ।এসবের মূল কারণ কি তা সন্ধান করতে হবে আমাদের।যেতে হবে সমস্যার গভীরে।উপর উপর অনেক কিছুই বলা যায়,কিন্তু তাতে করে প্রাপ্তির ঘর থাকে শুন্য ।তাই আলগা মন্তব্য বাদ দিয়ে ,চলুন দেখি কেন এমন হয়,কেন এমন হচ্ছে ।

আমাদের সমাজে মা-বাবা,তথা অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের সাথে কখন ই কোন-বিষয়ে সরাসরি আলাপ-আলোচনা করেন না।প্রায় সব কিছুতেই গোপনীয়তার আস্রয় নেন।তথা কথিত শিক্ষিত মা-বাবারা ও উদ্ভট সব ধারণা পোষন করেন। একটি বাচ্চা যখন জন্ম নেয়,আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে,কথা বলতে শিখে-চলতে শিখে ,তখন কিন্তু সে তার মা-বাবা,পরিবার থেকে ই সব কিছু শিখে।এখানে একজন মায়ের ভুমিকা সব চেয়ে বড়-এবং ব্যাপক।তাকে শুধু মা হলেই চলবে না,হতে হবে সত্যিকার অর্থে বন্ধু !অনেক মা আছেন মেয়ের সাথে সব কথা বললেও,ছেলের সাথে সে ভাবে সহজ হতে পারেন না।হয় ছেলেকে অতিরিক্ত আদর দেন,না হয় শাসন করেন,কিন্তু ছেলে হোক মেয়ে হোক,তাদের মানসিক গঠনে শুধুই শাসন,অথবা মাত্রাতিরিক্ত আদর কোনটাই অনুকুল নয়।মা-বাবার সাথে বাচ্চাদের সম্পর্ক হওয়া উচিত সুন্দর,বন্ধুত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক।আদর শাসন দুটোর ই ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন ।তারা যা জানতে চায়,তাই সরল ভাবে ব্যখা করে বোঝানো উচিত।কি করা উচিত আর কি উচিত নয় এসব আদেশের সুরে না বলে,গল্পের মধ্যে দিয়ে,সুন্দর করে বুঝিয়ে বলা যেতে পারে।তাছাড়া যে কোন ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করার সময় বাচ্চাদের ও মতামত জানতে চাওয়া উচিত,তাতে বাচ্চারা দারুন উৎসাহিত বোধ করে,নিজের উপর আস্থার সৃষ্ঠি হয় । ভবিষ্যতে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

আমাদের দেশে যৌন-শিক্ষার ব্যাপারে এখন ও তেমন কোন সচেতনতা গড়ে উঠেনি।এ ব্যাপারে সঠিক ধারণার ও অভাব আছে বলে মনে করি।অন্যান্য শিক্ষার মত এটা ও যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সে বিষয়ে কারো যেন কোন মাথাব্যথা নেই । যার জন্য ছেলেদের বিকৃত যৌন-চিন্তা,অদ্ভুট সব ফ্যান্টাসি মাথায় গিজ-গিজ করে সারাক্ষন !যার ফলশ্রুতিতে সমাজে তৈরি হয় শত শত বাধনের কাহিনি ।আর সব চেয়ে যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার,তাতে বেশির ভাগ ই জড়িত থাকে ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া তথা কথিত শিক্ষিত ছেলেরা !এই সব ছেলে পুঁ থি গত বিদ্যায় যতই মেধাবি হোক ,এদের কে আমি প্রকৃত শিক্ষিত বলতে রাজি নই। এরা মানবিকতার কোন শিক্ষাই পায়নি। সময়ের একটা বিরাট অংশ অপচয় করে কোন না কোন মেয়ের পিছনে লেগে !তাসে সহপাঠিই হোক,অথবা হোক বাসের জন্য অপেক্ষমান মেয়েটি ।একটা মেয়ে ,সে রাস্তা দিয়ে হেটেই যাক,অথবা কোন মার্কেটে যাক কেনাকাটা করতে,তাকে যে কি পরিমান নোংড়া সব মন্তব্য হজম করতে হয়, গায়ের চামড়া শক্ত করে পথ চলতে হয়,তা বাংলাদেশের প্রতিটি ভুক্তভোগী মেয়ে মাত্র ই জানে !যেন মেয়েরা অদ্ভুত কোন চিড়িয়া,এরা মানুষ নয় !এদের যা ইচ্ছা তাই বলা যায়,যা ইচ্ছে তাই করা যায় ! আমার সন্দেহ হয় এই সব ছেলেরা আদৌ সুস্থ মস্তিকের কি না ! নিজেদের মা -বোনের প্রতিই বা কতটুকু শ্রদ্ধা বা ভালবাসা এরা পোষন করে থাকে ।

আসলে গলদ রয়েছে গোড়ায়। মেয়েদের মানুষ হিসাবে দেখার শিক্ষা আমাদের সমাজ থেকে বলুন,আর পরিবার থেকে বলুন এরা পায় নি।মেয়ে মাত্র ই তার কাছে ভোগ্য-পণ্য ! বাজারের আর দশটি পণ্য যেমন !এক্ষেত্রে ও প্রথমে আসে একজন মায়ের ভূমিকা।একজন মা ই পারেন তার ছেলেমেয়ে কে সঠিক শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে । পরিবার তথা মায়ের কাছে অর্জিত শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ,সারা জীবন সে শিক্ষা বয়ে বেড়ায়,তা কূ অথবা সু যাই হোক না কেন।আর

তাই, বাচ্চাদের আসল শিক্ষার ভিত টুকু মায়ের কাছেই হওয়া উচিত।অক্ষর পরিচয় দানের কথা এখানে আসছে না,শিক্ষার অর্থ এখানে ব্যাপক । সমাজের প্রতিটি মা যদি সচেতন হোন ছেলে মেয়েকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে,সকল কুপমুন্ডুকতার -কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়া ই করতে শেখান ছোটবেলায় ই ,তাহলে আমাদের সমাজ সত্যিকার অর্থেই বদলে যেতে বাধ্য ! যৌন-শিক্ষার ব্যাপারে ও বাচ্চাদের জন্য একজন মা বিরাট ভুমিকা রাখতে পারেন। সুন্দর সহজ ভাষায় বাচ্চাদের যে কোন কৌতুহলের জবাব দিতে পারেন।কিন্তু আমাদের দেশে মা-বাবারা বাচ্চাদের যৌন-শিক্ষার কথা শুনলে এখন ও আৎকে উঠেন !অবশ্য তাদের ও সম্পুর্ন দোষ দেওয়া যায় না,কারণ তাদের নিজেদের ই এ ব্যাপারে তেমন কোন স্বচ্চ ধারণা নেই।

লিখাটি যখন এই পর্যায়ে এসেছি,তখন ই সদালাপে ফাহমিদা রহমানের লিখাটি আমার নজরে এলো।তিনি বলেছেন ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষা দিলেই বাধনের মতো কোন ঘটনার সৃষ্ঠি হবে না।তাই কি ? আমার কিন্তু তা মনে হয় না।সব কিছুর সাথে ধর্ম কে না জড়ানোই ভাল !ধর্ম ই যদি সব নৈতিকতার উৎস হত ,তাহলে প্রায় ই খবরের কাগজে দেখতে হত না,'**মাদ্রাসা শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রি ধর্ষণ** 'এ ধরনের কোন শিরোনাম !একজন মানুষ ধার্মিক না হয়ে ও উচ্চ-নৈতিকতা-বোধ সম্পন্ন হতে পারে।বাধনের কাহিনি যারা তৈরি করে,তারা মূলত যৌন বিকৃতিতে ভোগে ।এসব এর জন্য দায়ি মুলত বদ্ধ সমাজ। বদ্ধ সমাজেই অবদমিত যৌনবাসনা থেকে এইসব বিকৃতি আসে !এই জন্য যা দরকার তা হচ্ছে দেশের স্কুল-গুলোতে যৌন-শিক্ষার প্রচলন করা।পরিবারে ও এসব ব্যাপার নিয়ে বাচ্চাদের সাথে খুলাখুলি আলাপ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে ।আমাদের সবকিছু তেই মাত্রাতিরিক্ত গোপনীয়তার ভাব পরিত্যাগ করতে হবে।তা সমাজ জীবনেই হোক অথবা রাষ্টীয় জীবনে সব ক্ষেত্রে ই প্রযোজ্য।আর অতি অবশ্যই দরকার, শিক্ষা ব্যবস্থা কে আমূল ঢেলে-সাজানো। শুধু নকলে কড়াকড়ি আরোপ করলেই হবে না,নজর দিতে হবে গোড়ায়।নকল বন্ধ করতে গিয়ে যে হারে স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে,তাতে ই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ?

জাতি হিসাবে আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা প্রায় কোন কিছুর ই সুন্দর-সমন্বয় করতে জানি না,কোথাও কোন মাত্রা জ্ঞান নেই।আমরাই মনে হয় সম্ভবত এমন এক জাতি যারা সমস্যা স্বীকার করার বদলে,অন্য দেশের উদাহরন টানি। কিছু একটা ঘটলেই এমন ভান করি যেন ,এসব এমন আর কি,আমেরিকায় ওতো এসব হচ্ছে !এমনি করেই আমরা দিনগত পাপক্ষয় করছি ,আর উটপাখির মত বালিতে মুখ গুজে আছি ! কিন্তু আর কত ?

এই দেশ,এই সমাজ, এক অদ্ভুত ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে ।এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে জগাখিচুড়ি অবস্থা চলছে না।মূল্য-বোধের অবক্ষয় এমন লাগাম ছাড়া পাগলা ঘোড়ার মত সব কিছু দুমড়ে-মোচড়ে দিচ্ছে যে,কেউ আর কোনকিছুতেই এখন অবাক হয় না।এই দেশে যেন সবই সম্ভব !এই পঁচা -গলা সমাজটার আমুল পরিবর্ত্তন দরকার এখন। আর নয় অজুহাত !এবার কাজ চাই, চাই সমাধান।

কল্যান হোক সবার ।
২৭ অক্টোবর ২০০৩
nondinihussain@yahoo.co.uk